The Fortnightly Ahmadi.
April, 1952.

Reg. No, D, A.—142

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়
৫ম বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

এপ্রিল, ১৯৫২ ইং ; চৈত্র—বৈশাখ ১৩৫৮, সাহাদৎ, ১৩৩১ হিঃ সাঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح

الموعود خدا کے فضل و رحم کے ساتھ هوا لناصر

সাম্‌প্রদায়িক সম্প্রীতি

মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী বি, এস সি, বি এ জি

ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্বের স্ফুরণের জন্যই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং জাতিতে জাতিতে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিভিন্নতা হয়েছে। কিন্তু সমাজ, দেশ বা আর্ন্তজাতিকতা গড়ে তুলতে এই প্রকৃতিদত্ত বৈষম্যের মধ্যে কতকটা সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। যে সকল উপকরণে এই সমন্বয় সাধিত হয় ধর্ম্মই উহাদের প্রধান।

বিভিন্ন দেশ ও সময়োপযোগী শিক্ষা নিয়ে ভাববাদিগণ আবির্ভূত হয়েছেন ; তাঁহাদের পরশে এক একটা জাতি মহান হয়ে উঠেছে।

"এবং আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতিতে নবী প্রেরণ করেছি যেন তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং অসত্য উপাস্য হতে দূরে থাক।'

(কোরআন) (সুরা নহল—৩৭) প্রথমে দুনিয়ার অবস্থা এরূপ ছিলনা যে এক জাতি অন্য জাতিকে জানতে পারে, বিজ্ঞানের কল্যানে সে বাঁধা দূর হয়ে বিভিন্ন সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা পরস্পরের সম্মুখীন হল—ফলে দুনিয়াতে নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল।

ভৌগলিক বাধা বিপত্তি দূর করা যত সহজ মনোজগতে পরিবর্ত্তন আনা তত সহজ নয়। তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একে অন্যকে উদার ভাবে গ্রহণ করেনি। উদারতার অভাবই সাম্প্রাদিয়ক সম্প্রীতির প্রধান অন্তরায়। কোরাণের উপরোক্ত আয়াত এই অন্তরায়কে দূর করতে প্রভুত সাহায্য করবে।

মানবতার শৈশবে তার উপযোগী শিক্ষা নিয়েই ভাববাদীগণের আগমন হয়েছিল। ক্রমোনতি করে মানুষ যখন বিশ্ব-সমাজ গঠনের উপযোগী হলো তখন সকল শিক্ষাকে একত্রিত, পরিপূর্ণ এবং আরও উন্নত করে কোরান নাজেল হ'ল।

"মানব জাতি একই মণ্ডলীভুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল তখন তাদের মধ্যে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী নবীগণ প্রেরণ করলেন এবং তাঁদের নিকট সত্য সহকারে গ্রন্থ প্রেরণ করলেন যেন মানবজাতির মধ্যে বিভেদ আনয়নকারী বিষয় সমূহের প্রকৃত মীমাংসা করে দেয়।" আলবকর —২১৪।

"আমরা আল্লার প্রেরিত নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।" এই সকল আয়াতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দরজা খুলে ধরা হয়েছে। পিতার স্নেহ হতে যেমন তার কোন সন্তানই বাদ পড়ে না, সেইরূপ পরম পিতার শ্রেষ্ঠতম দান ভাববাদীর শুভাগমন হতেও কোন জাতিই বঞ্চিত হতে পারেনা, তবেত স্রষ্টাকেই খাটো করা হয়, আর কেনইবা তবে তার পরিচয় 'রাব্বুল আলামীন।'

প্রকৃতির অন্যান্য সত্যগুলি যদি বিশ্বজনীন হয় তবে নবুয়তের সত্য বিশ্বজনীন হবে না কেন? ইহার দ্বারাইত বিশ্বস্রষ্টার সন্ধান মিলে। সকল জাতির ভাববাদীগণকে মেনে নেওয়াই সম্প্রিতির সরল ও নিশ্চিত পথ। আদিতে আমরা এক ছিলাম আবার আমরা এক হব, মাঝ পথের বিরহই আমাদের মিলনকে আনন্দ ও মধুর করে তুলবে। প্রত্যেক জাতির ভাববাদীগণের উপর ঈমান আনার সাথে সাথে একে অন্যের কত নিকটে চলে যায়। যে মহাপুরুষগণ হাজার হাজার বৎসর যাবত কোটি কোটি লোকের হৃদয় অধিকার করে আছে তাঁদের প্রতি সম্মান দেখানত স্বাভাবিক ; ইহাতেই ভ্রাতৃভাব জেগে উঠে।

সাম্প্রদায়িকতা দূর করার আর এক পন্থা হল প্রত্যেক সম্প্রদায়ই অন্যের কুৎসা রটনা না করে নিজের সৌন্দর্য্য প্রচার করবে। একে অন্যের সাথে মিশতে হবে একে অন্যকে শুনতে হবে দরদ দিয়ে বুঝতে হবে—দূর হতে মিলন গাঁথা হয় না।

দরজা বন্ধ করে বিশ্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর বলে চীৎকার করলে, আর অন্যের কুৎসা রটনা করলেই দুনিয়া কাহাকেও সুন্দর বলে গ্রহণ করবেনা। বরং কুপমণ্ডুকতা আর অন্ধ গোড়ামিই বাড়তে থাকবে। যাহা সত্য যাহা সুন্দর' যাহা কাম্য, তার জন্য প্রত্যেককেই বিশ্ব সভায় দাড়াতে হবে। তজ্জন্য 'সর্ব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক দিবস' পালনে তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সপ্তাহ ইত্যাদি পালনও ইহার অনেকখানি সহায়তা করবে।

নৈতিক অধঃপতন সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করে। প্রবৃত্তির উত্তাল তরঙ্গে একটা পৈশাচিক আনন্দ পাওয়া যায়। তখন নামে এবং আকৃতিতে মানুষ থাকলেও খোদার শ্রেষ্ঠ জীব পশুরস্তরে নেমে যায়। তার পশুত্বের সাথে হয় বুদ্ধির সংযোগ; ফলে যে অঘটন ঘটে, এদেশবাসি তা বেশ উপলব্ধি করেছে। দাংগাকারিগণকে হিন্দু বা মুসলমান বলা যায় না। যে ধর্ম্মের ঢাক বাজিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের নিরাপরাধ লোকদের খুন করা হয় সে ধর্ম্ম যদি উহা নিষেদ করে, তবে কি ঐ সকল খুন খারাবি দ্বারা ঐ ধর্ম্মের গোড়াতেই আঘাত হানা হয় না? দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে সমাজে ঘৃনার সৃষ্টি করতে হবে এবং সরকারকে কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে। এক কথায় "দুর্জ্জনপ্রীতি" দেশ হতে তাড়াতে পারলেই সাম্প্রদায়িক প্রীতি জেগে উঠবে।

স্বার্থপরতাও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করে। স্বার্থপরতায় অন্ধ হলে অন্যের ন্যায্য অধিকারকে পদদলিত করা হয়। মনে রাখতে হবে স্বার্থান্ধ ব্যক্তি সারা বিশ্বকেই অস্বীকার করে।

গুজব, অপপ্রচার সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগায়। ইহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। মিথ্যা গুজবে বিশ্বাস করে যে সকল বাস্তব ঘটনা ঘটে যায় ইহার জন্য দেশ ও সমাজকে যে মূল্য দিতে হয় তা সকলেরই গভীর ভাবে চিন্তা করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে সহানুভূতি, সহনশীলতা জাগিয়ে তুলতে হবে। যে ধর্ম্মে সহানুভূতির কথা নাই, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। যে ব্যক্তি সহানুভূতিহীন—সে মানুষই নয়। কোরান বলেছে "ধর্ম্মে কোন জবরদস্তি নাই" (আলবকর—২৫৭) "সৎকাজে একে অন্যের প্রতি যোগিতা কর" তোমাদের (মুসলমানদের মানুষের কল্যাণকামী হিসাবে) জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি করা হল। যাহা ভাল তোমরা তাই কর এবং যাহা অন্যায় তাহা বারণ কর এবং আল্লার উপর ইমান রাখ" (আল ইমরান—১১১) "এবং তার চেয়ে বেশী জুলুমকারী কে যে আল্লাহর উপাসনা গৃহসমূহে তাহার নাম বলন্দ করতে বাধা দেয় এবং ওগুলিকে ধ্বংস করে দিতে চায়।" (আলবকর—১১৫) "তোমরা মূর্ত্তি উপাসকের মূর্ত্তিগুলিকে গালি দিও না কারণ প্রত্যুত্তরে অজ্ঞতা বশতঃ তারা তোমার খোদাকে গালি দিবে। (ছুরাআনআম)। এই সকল আয়াতের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সৎকাজে উৎসাহ দান সম্প্রদায়িকতা হ্রাস করবে। জেহাদের ভ্রান্ত ধারনাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্তরায়।

"নিপীড়িতদের ফরিয়াদ আমার নিকট পৌছেছে। আজ আমি অনুমতি দিচ্ছি তোমরা তাদের প্রতিদ্বন্দিতা কর। স্মরণ রাখবে যারা নিরাপরাধদের বিরুদ্ধে তরবারী উঠাবে তারা তরবারী দ্বারাই ধ্বংস হবে। কিন্তু তোমরা সীমা লঙ্ঘন করোনা, যেহেতু খোদা সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।" "অন্যায়ের প্রতিশোধ ততটুকু হবে যতটুকু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।" ক্ষমা বা প্রতিশোধ যা দ্বারা অন্যায় কারীর সংশোধন হবে তাই করতে হবে। ইহাই ইসলামি জেহাদের তাৎপর্য।

পাড়াপ্রতিবেশীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে তা হজরতের (দঃ) শিক্ষা হতে দেখা যাক।

তিনি প্রায়ই বলতেন তাঁকে পাড়া প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের প্রতি মনোযোগী হতে এত বারবার এবং এত জোরের সহিত বলছেন যে, অনেক সময়েই তিনি চিন্তা করতেন তাদেরকেও সম্পত্তির দাবীদার হিসাবে গণ্য করা হবে কিনা? হজরত বলছেন, "যখন তোমার ঘরে মাংস পাক হয় ইহাতে পানি কিছু বেশী দাও—যাতে তোমার পাশের বাড়ীতেও ইহার ভাগ দিতে পার।" অর্থাৎ প্রিয় খাদ্যের স্বাদেয় চেয়েও শ্রেয় হল প্রতিবেশীর প্রতি সহায়তা প্রকাশ। "সে বিশ্বাসী নয় যার হাতে তার পাড়াপরশী নিরাপদ নয় এবং ভাল ব্যবহার পায়না।" এখানে জাতি ধর্ম্মের কোন উল্লেখ নাই। মানুষ মানুষের নিকট হতে—একজন প্রকৃত মুসলমানের নিকট হতে কি ব্যবহার পেতে পারে তাহাই বলা হয়েছে।

সাধারণ আলোচনার পরে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করা যাক।

হিন্দুগণ পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল; তাই বলে এখন তাদের ভয়ের কোন কারণ থাকতে পারে না। আরবেরাও হজরতের মিশনকে ধ্বংস করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তিনি সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। মক্কাবাসীরাও তাঁকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করল। নবীর জীবন তার উম্মতের জাতীয় জীবনের index স্বরূপ হয়। তাই মুসলমানদের উচিত অতীতকে ভুলে যাওয়া এবং হিন্দুদের উচিত পাকিস্তানকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করা—'জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী। তা হলেই বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সবচেয়ে বড় বাধা দূর হয়ে যাবে।

ইসলামের নামেই পাকিস্তানের জন্ম। পাকিস্তানও ইসলামি শাসন কায়েম করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইহাতেও সংখ্যা লঘু-দের মনে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। শরীয়তের প্রকৃত জ্ঞানই তা দূর করে দিবে। সংখ্যা লঘুদের অধিকার এবং উন্নতির পথে কোন বাধাসৃষ্টি না হইলে শরীয়তের নামে আৎকে উঠার কি কারণ থাকতে পারে?

১। ইসলামিক শাসনের মুল কথা:—

আল্লাই বিশ্বের প্রকৃত মালিক—মানুষ তাঁর খলিফা। যারা হুকুমত চালায় তারা জনসাধারণের দ্বারা বিশ্বস্ত ভাবে নির্ব্বাচিত হয়ে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তাদের কর্ত্তব্যই করে যায়—অন্যের এহসান করেন না। কর্ত্তব্য না করলে জনসাধারণ ও খোদার নিকট দায়ী হবে। তাঁরা আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন—ইহাতে হাত দিতে পারবেন না।

২। সকলের প্রতি সমব্যবহার শুধু নাগারিকদের প্রতি নয়—অন্যান্য দেশবাসীর প্রতিও অযথা ব্যবহার বৈষম্য করতে পারবেন না।

৩। অযথা আক্রমণ যেমন নিষিদ্ধ অন্যায়ের নিকট নতি স্বীকারও নিষিদ্ধ।

৪। সন্ধি সর্ত্ত পালন করতে হবে এবং শান্তির জন্য প্রত্যেকটি বৈধ পথ বেছে নিতে হবে।

৫। দেশের সীমান্তে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ইসলামিক সামাজিক ব্যবস্থা :—

১। আল্লাহ মানুষকে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করে খোদার গুনগান ও মানবতার সেবার শক্তি ও দায়িত্ব অর্পন করেছেন।

২। আধ্যাত্মিক উন্নতিই মানব জীবনের লক্ষ্য। এজন্য প্রত্যেকেরই জবাবদিহি হতে হবে তাই আল্লাহতায়লা প্রত্যেক মানুষকে বিবেকের স্বাধীনতা দিয়েছেন।

৩। জাগতিক উন্নতির মাল মসল্লা মানুষের সাধারণ সম্পত্তি স্বরূপ। তাই ইসলাম মানুষের শ্রমের বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছেন যাতে ব্যষ্টি বা সমষ্টি উভয়েরই মঙ্গল হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি

(ক) দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিলে অন্যান্য দেশের কর্ত্তব্য হল ইহার মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

(খ) যদি মীমাংসা না হয় তবে সকলে মিলে ন্যায়ের উপরে ভিত্তি করে বিবাদমানে দেশগুলিকে একটি মীমাংসা পত্র দিবে যাহা তারা মানতে বাধ্য হবে। যদি কোন পক্ষ না মানে তবে মিলিত শক্তি দ্বারা তা মানাতে হবে। এই শক্তির প্রয়োগ কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হবেনা—শুধু আন্তর্জাতিক শান্তির জন্যই হবে। বিদ্রোহী জাতি পরাজয় স্বীকার করলে ইহার উপর আর কোন অত্যাচার করা চলবে না।

মদিনার বিভিন্ন কাবিলার সহিত যে সন্ধি হয় এবং হুদাইবিয়া সন্ধির সর্ত্তগুলিতেই বুঝা যায় হজরত এবং সাহাবাগণ শান্তির জন্য কত ত্যাগ করতে রাজী ছিলেন। এই সকল সন্ধির মূলে তিনটি জিনিষ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে—সত্য, সততা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি হবে। সকলে তা স্বীকার করলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কখনও নষ্ট হতে পারে না।

হিন্দুস্থানে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হলে এখানকার হিন্দুদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে—ইহা ইসলামের শিক্ষার বিপরীত। এরূপ ঘটলে ওদেশের মুসলমানেরা তাদের সরকারকে সংঘবদ্ধভাবে চাপ দিবে। আমরা (হিন্দু মুসলমান মিলিত ভাবে) আমাদের সরকারকেও আইন সঙ্গত ভাবে তাদের অত্যাচার দূরকরতে তাগিদ দিতে পারি। আন্দোলন দ্বারা কোন অত্যাচারী সরকারকে দুনিয়ার সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারি। কিন্তু নিরপরাধদের উপর অত্যাচার করলে নিজেদের মুখেই উল্টা কালিমা লেপন করা হয়। অবশ্য দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যারা পঞ্চম বাহিনীর কাজ করে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তবে ইহা সরকারের কর্ত্তব্য। জনসাধারণের হাতে আইন প্রতিষ্ঠার ভার নিলে চলবে না।

কোরাণ হাদিস বা শরিয়তের নাম না এনেও, সমাজে দেশে বা আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য স্বাভাবিক ভাবেই আমাদিগকে এই সকল শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং ইসলামি শাসন প্রবর্ত্তনেই সংখ্যালঘুরা তাদের অধিকার পূর্ণমাত্রায় আদায় করে নিতে পারবে। ইহাতে সংখ্যাগুরুদের বাধা দিবার কোনই পথ নাই।

মনে রাখতে হবে সত্য, আদর্শ, সততা ও কৃষ্টিকে নদী, পাহাড়, অপ-প্রচার বা শুল্কের প্রাচীরে বেধে রাখা যায় না। সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু বড় কথা নয়, বড় কথা উচ্চ আদর্শ ও সেই আদর্শে জীবন গড়া। যাহা সুন্দর, যাহা সত্য, সুস্থ মানুষ তাহা গ্রহণ করবেই। সুগন্ধি ফুল শত্রুর বাগানে ফুটলেও আনন্দ দিবেই। যদি তা না হতো তবে সুদূর আরব মরুর সাথে শস্যশ্যামলা পূর্ববাংলার নাড়ীর যোগ হতো না।

পাকিস্তানে সম্প্র-দায়িক সম্প্রতি বৃদ্ধি করার পথই হল মুসলমানদের জীবনকে মানবের পূর্ণ আদর্শ ইসলামের (শান্তি ও সত্যের) রঙ্গে রঙ্গীন করে তোলে ধরা।

আহ্‌মদ চরিত

মোঃ ছিদ্দিক আলী এম-এ,

খ্রীষ্টানদেরবিরোধিতা

আহমদ (আঃ) তাঁর আত্মীয়ের গৃহে বিপদ সম্বন্ধে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট যে ভবিষ্যতবাণী করেন, তা পূর্ণ হয়েছে বলে ঘোষণা করে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট প্রথম বশীর আহমদের জন্ম হয় এবং তিনি এক ইস্তাহার প্রকাশ করে ঘোষনা করে দেন যে তাঁর এ ছেলের জন্ম ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের ঘোষনা অনুযায়ী হয়েছে।

আহমদের (আঃ) ভবিষ্যতবাণী গুলি পরিষ্কার ভাবে পূর্ণ হয়ে যাওয়াতে খ্রীষ্টানগণ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসের নূর আফগানের সংখ্যাগুলাতে রেভারেণ্ড ইমামুদ্দিন, রেঃ যাকার দাস, রেঃ আবদুল্লা আথিম প্রমুখ খৃষ্টান ধর্ম্ম-যাজকগণ আহমদের (আঃ) ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে লোকদিগকে সতর্ক করে দেন। 'সুরমায়ে চসমে আরিয়া' আর্য্য সমাজীদের অবস্থা একেবারে কাহিল করে দেওয়ায় খৃষ্টানগণ ভাবতে ছিল এবার বুঝি তাদের পালা আসছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তারা আহমদকে কোন গুরত্বই দিতেছিলনা, কিন্তু ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত তাঁরা আহমদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে খ্রীষ্টানদের মনে তাঁর বিরুদ্ধে এক বিরোদ্ধমনোভাব গড়ে উঠে।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আহমদের (আঃ) পুত্র প্রথম বশীর আহমদ অসুস্থ হওয়ায় তিনি কিছুদিন তার চিকিৎসার জন্য বাটালায় নবী বক্স

জিলাদারের বাড়ীতে অবস্থান করেন। সে সময়ে ১৮ই মে তারিখে ফতেহ মছিহ নামক একজন খৃষ্টান মিশনারী তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হন এবং ৫০।৬০ জন হিন্দু ও মুসলমানের এক প্রকাশ্য সভায় ঘোষনা করেন যে খোদতালা তাঁর প্রার্থনার উত্তর দেন এবং তিনিও খোদাতালার কাছ থেকে ভবিষ্যত সম্বন্ধে বাণী প্রাপ্ত হন। তিনি আহমদ (আঃ) কে এবিষয়ে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য চেলেন্জ প্রদান করেন এবং লুধিয়ানা থেকে প্রকাশিত খ্রীষ্টানদের পত্রিকা নূর আফছানে উভয়ের ভবিষ্যত বাণী প্রকাশের প্রস্তাব করেন। পরের সোমবার এ প্রতিযোগিতার দিন ধার্য্য হয়।

নির্দিষ্ট সময়ে দলে দলে হিন্দু এবং মুসলমান তাঁদের ভবিষ্যত বাণী শুনার জন্য এসে সমবেত হতে থাকে, কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে ফতেহ্ মছিহ্ অন্যান্য বিষয়ের অবতারনা আরম্ভ করে দেন। খ্রীষ্টান মিশনারীকে মিটিংয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং জনসাধারণ দাবী করে যে পূর্বব্যবস্থা মত তাঁর ভবিষ্যত বাণী নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। এদাবীর প্রত্যুত্তরে ফতেহ্ মছিহ উত্তর করেন যে, সত্য সত্যই তিনি স্বর্গীয় দাবীর প্রাপক বলে বুঝতে চাহেন নাই। আহমদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী মিটিংয়ে তিনি যে উল্টা দাবী করেন তার মানে এইযে আহমদের দাবীর পিছনে কোন সত্যতা আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। বাটালার একজন প্রধান হিন্দু রায় বিসম্বর দাস এবং বাবু গুরুদিৎ সিং মিথ্যা দাবী করার জন্য প্রকাশ্যে তাঁকে বৎসনা করেন। তিনি এরূপে পাবলিকের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হন এবং সভা ভঙ্গ হয়ে যায়।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে আহমদ (আঃ) এক ইস্তাহার বের করে ঘোষণা করেন যে রমজান মাসের শেষ পর্য্যন্ত তিনি বাটালয়ে অবস্থান করবেন। যদি কোন পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান এ উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে আসেন, তাহলে তিনি তাকে সাদরে গ্রহণ করবেন। সেখানকার খ্রীষ্টানমিশনের অধিনায়ক রেভারেণ্ড ষ্টেনটন পি,এচ-ডি সাহেবকে তিনি এবিষয়ে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানান। রেভারেণ্ড ষ্টেনটন সাহেব যদি প্রকাশ্যে ঘোষনা করেন যে খৃষ্টানরা এমন কোন শক্তির অধিকারী নন, তাহলে আহমদ এক তরফা ভবিষ্যতবাণী করবেন। তিনি এ ও ঘোষনা করেন যে এগুলি অসাধারণ ধরণের হবে। যদি তিনি এরূপ করতে না পারেন তাহলে খৃষ্টান মিশনারীর মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য ৩০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ দিবেন। কিন্তু ষ্টেনটন সাহেব যদি বুঝতে পারেন যে আহমদে (আঃ) র ভবিষ্যত বাণী সত্য সত্যই অলৌকিক ধরণের তাহলে তা নূর আফছানে প্রকাশ করতে হবে এবং এগুলা পূর্ণ হলে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। ষ্টেনটন সাহেব কোন উত্তর না দিয়ে সিমলায় চলে যান।

ফতেহ্ মছিহ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুনের নূর আফছানে আর এক রকমের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে তাঁকে আহ্বান জানান। তিনি প্রস্তাব করেন যে এ উদ্দেশ্যে আহূত কোন প্রকাশ্য সভাতে একটি কাগজে ৪টি প্রশ্ন লেখে শিলমোহর করে ঐ সভায় কোন লোকের কাছে রেখে দেওয়া হবে। আহমদ (আঃ) কে তখন বলে দিতে হবে ঐ কাগজে কি লেখা আছে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখের এক ইস্তাহারে আহমদ (আঃ) ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তবে বলে দেন যে ফতেহ মছিহ সাহেবের সঙ্গে এবিষয়ে অগ্রসর হয়ে কোন লাভ নাই, কারণ পূর্বেই তাঁর যোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ষ্টেনটন সাহেব এবিষয়ে অগ্রসর হলে তিনি দশ সপ্তাহের ভিতর কাগজে কি লেখা আছে বলে দিবেন। তবে সর্ত থাকবে এইযে যদি তিনি তা করতে সমর্থ হন তাহলে ষ্টেনটন সাহেবকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে' আর তা করতে সমর্থন না হলে তিনি লাহোরের আন্জুমানে হিমায়াত ইসলামকে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিবেন। কিন্তু এ প্রস্তাবে কেউ আর আগায়ে আসে নাই।

ইসলামের মান রক্ষার্থে আহমদ (আঃ) যেরূপ তেজস্বিতা দেখান তাতে শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে গভীর রেখাপাত করে। ইসলামের একজন স্তম্ভ হিসাবে সকলেই তাঁকে স্বীকার করে নেয় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখের রিয়াজ হিন্দে তাঁর সম্বন্ধে বের হয়। মির্জা সাহেব ধীশক্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সাধারণের সমালোচনার অনেক উর্ধে উঠে গেছেন। ইসলাম এবং সত্যের সমর্থনে তিনি যে সমস্ত চমৎকার এবং সতেজ যুক্তি তর্ক পেশ করেছেন তা থেকে নিসন্দেহে প্রমাণ করা হয় যে বাগ্মিতায় এবং পেশ করার কায়দায় তিনি পুরাতন এবং নূতন উভয় দলের উলামা সম্প্রদায়কেই ছাড়িয়ে গেছেন। যারা তার বারহীনে আহমদীয়া পড়েছেন, তারা আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে যদিও বইটি কয়েক বৎসর পূর্বে লেখা হয়েছে এবং তারপরে ছাপানো ইস্তাহারে ইহার যুক্তি তর্কগুলি যে খণ্ডন করতে পারবে তাকে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষনা করা হয়েছে। তথাপি ইসলাম এবং সত্য নবীর বিরুদ্ধবাদীরা সত্যের সম্মুখীন হয়ে পুরস্কার নিতে আগায়ে আসতে আজ পর্য্যন্ত সাহসী হচ্ছে না। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখের ঐ পত্রিকাটির সংবাদ কলামে এ সংবাদ বের হয়। তা থেকে আহমদ (আঃ) কে লোকে কতদূর সম্মানের চোখে দেখত তা প্রমাণ হয়। ইদুল ফিতর উপলক্ষে বাটালায় অবস্থানকারী কাদিয়ানের প্রধান, ইসলামের গৌরব, জনাব মির্জা গোলাম আহমদ, ইদগাহের ময়দান অলঙ্কৃত করেন। তাঁর নির্দেশানুসারে মৌঃ কুদরতউল্লা সাহেব নামাজ পড়ান। ইসলামের শত্রুরা হজরত আহমদের (আঃ) ভিতর একজন শক্ত লোকের সাক্ষাৎ পান।

ফতেহ্ মছিহের লজ্জা-জনক ব্যবহার এবং প্রকাশ্য সভায় তার পরাজয়ের পর থেকে খৃষ্টানরা আহমদ (আঃ) কে হেয় প্রতিপন্নকরার জন্য সুযোগ খুজতে থাকে। শীঘ্রই তাদের একটি সুযোগও মিলে যায়।

ধর্মে বিশ্বাসহীনতার জন্য আহমদের (আঃ) আত্মীয় স্বজনগণ যে তার পহেলা নাম্বার শত্রুতে পরিণত হয়েছিল একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তারা এত ধর্মাধর্মা বিবেচনা শূন্য হয়ে পড়েছিল যে দরকার হলে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে হাত মিলাতে একটু পরওয়া করতনা আহমদের

(আঃ) ভবিষ্যতবাণী অনুসারে মির্জা নিজাম দিনের কন্যা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তার পূর্ণ যৌবনে একটি শিশু সন্তান রেখে মারা যান। এ বিপদেও তাদের হৃদয় একটু বিচলিত হয়নি। তারা তাদের আগের অসৎ পথেই চলতে থাকে। আহমদ তাদের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতেন। এ সময়ে কোন পারিবারিক কাজে মির্জা নিজাম দীন এবং ইমামদীনের ভগ্নিপতি মির্জা আহমদবেগ তার কাছে এসে উপস্থিত হন। আহমদ বেগের ভগ্নির নাম ছিল ইমাম বিবি। ২৫ বৎসর যাবত তার স্বামী গোলাম হোসেনের কোন খোজ খবর পাওয়া যেতেছিলনা। আহমদ (আঃ) তার নিকট আত্মীয় ছিলেন। তার অবর্তমানে এসম্পত্তির মালিক হওয়ার কথাছিল আহমদের (আঃ) কিন্তু তিনি এসব বিষয়ে বড় একটা খেয়াল করতেন না বলে গবর্ণমেণ্টের নূতন ভূমি রাজস্ব রেকর্ডে তার স্ত্রীর নাম লেখা হয়ে যায়। মির্জা আহমদ বেগ এ সম্পত্তি তার ছেলেকে দিয়া দিবার জন্য তার ভগ্নকে প্রয়োচিত করেন; কিন্তু আহমদের (আঃ) সম্মতি ছাড়া এ হস্তান্তর সিদ্ধহত না বলে তিনি তাঁর সমীপে এসে হাজির হন।

এবিষয় মত দিবার পূর্ব্বে আহমদ (আঃ) ইস্তেখারা করতে চাইলেন। মোহাম্মদ হোসেনও এতে সম্মত হন। এ ইস্তেখারায় ফলে তিনি খোদাতালার কাছথেকে আহমদ বেগের কন্যা মোহাম্মদী বেগমের বিয়ের নির্দেশ পান। আহমদ বেগ এ বিয়েতে সম্মতি দিলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল তা না হলে যে মোহাম্মদী বেগমকে বিয়ে করবেন সে আড়াই বৎসরের মধ্যে এবং তার পিতা তিন বৎসরের মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

এ ভবিষ্যত বাণী আহমদ বেগকে জানাবার সময় তিনি লিখে দিলেন যে ইহা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইহা যেন বাহিরে প্রকাশ করা না হয়। আহমদ (আঃ) এ ভবিষ্যত বাণী তাকে জানাতে রাজী ছিলেন না; কিন্তু তাঁর একান্ত অনুরোধেই তিনি তাকে ইহা জানান। আহমদবেগ তৎক্ষণাৎ ইহা তার আত্মীয় মির্জা নিজামদীন এবং ইমামদীনকে জানিয়ে দেন। তারা এ চিঠি আহমদের (আঃ) শত্রুদিগকে দেখায়ে দেন। ফলে এ ব্যক্তিগত চিঠি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের নূর আফছানে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তখন চতুর্দিক থেকে আহমদের বিরুদ্ধে কটু সমলোচনা বের হতে থাকে। এসমস্ত কুৎসা জনক সমালোচনার প্রত্যুত্তরে তিনি দুটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এ সমস্ত ইস্তাহারে তিনি পরিস্কার করে বলে দেন যে এমেয়েকে বিয়ে করার জন্য তিনি পাগল নহেন; কারণ তার পূর্ব্ব স্ত্রী এবং ছেলে পিলে বর্তমান আছে। সে সময়ে মৌলবী নূর উদ্দিন সাহেবকে লিখিত তার এক পত্রে তিনি জানান প্রথমে আমি ইচ্ছাকরে ছিলাম যে বিধির এ নির্বন্ধ যেন অপূর্ণই থেকে যায়; কিন্তু খোদাতালার কাছ থেকে যে নির্দেশ পেতেছি তাতে মনে হয় ইহা পূর্ণ হবেই। বহু বিবাহের চাপ এবং দারিদ্ব অনেক। তাছাড়া এর মধ্যে দোষ ত্রুটিও অনেক। খোদাতালার বিশেষ ইচ্ছায় যারা এ গুরুভার বইতে নিযুক্ত হন শুধু মাত্র তাদের এ দোষ ত্রুটি স্পর্শ করতে পারেনা। উপরের উক্তি থেকে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে তিনি এবিয়ে ইচ্ছা করে করতে চান নি এ বিয়ের প্রস্তাব পেশ করার গূঢ় রহস্য হল তার আত্মীয় স্বজনকে স্বর্গীয় নিদর্শন দেখান।

এ ভবিষ্যত বাণীর পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে কিন্তু এখানে তিনি আহমদবেগকে যে ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন এবং যা অন্যায় ভাবে প্রকাশ করে দেওয়া হয় তার অংশ বিশেষ তুলে দিলে বুঝা যাবে এতে তার কুণ্ঠীত হবার কিছুই ছিল না। তিনি লেখেন;

খোদাতালা প্রকাশ করেছেন যে দিল্লীর বিবাহের পরেও আমার আর একজন মহিয়সী মহিলার সঙ্গে বিবাহ হবে এবং তার পক্ষ থেকে আমার সন্তান সন্ততি হবে। খোদাতালা আমাকে ইহা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী হুসিয়ারপুরে অবগত করান। তখন আমি বিস্তারিত কিছুই জানতে পারি নাই। এতদিন পর্যন্ত আমি জানতাম না যে কোথায় এবং কোন বংশে এ বিয়ে হবে। আপনার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার পরে আমি পরিস্কার ভাবে অবগত হই যে আপনাকে অনুকম্পা এবং দয়া দেখান দরকার। খোদাতালায় ইচ্ছা এ নূতন সম্পর্ক দ্বারা আমাদের পুরানো বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক পুনঃ সংযুক্ত করা। সুতরাং এস্বর্গীয় নির্দেশে একাদকে যেমন আশা অন্য দিকে তেমনি ভয়েরও কারণ রয়েছে। যদি এ বিয়ে না ঘটে তা হলে এমেয়েকে অন্য কোথাও বিয়ে দেওয়া আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক হবেনা। এক্ষেত্রে পরিণতি হবে দুঃখ দুর্দশা এবং মৃত্যু। আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারে ঐক্য এবং সংহতি নাই তাছাড়া ধর্মের প্রতিও বিরোপ ভাব এসে দেখা দিয়েছে। তাই খোদাতালার ইচ্ছা আমাদিগকে এক সূত্রে বাধা। খোদাতালার সে ইচ্ছায় আপনি হবেন যোগ সূত্র। তাই শুধু স্বর্গীয় নির্দেশ পালনার্থে আমি এ বিয়ের প্রস্তাব করিতেছি। আমি আশ্বাস দিতেছি যে এ সম্পর্ক আশীর্বাদের ফুয়ারা স্বরূপ হবে এবং আপনি এক নূতন জগতে প্রবেশ করবেন। এবিয়েতে মত দেওয়া মানে আপনার গুণবতী মেয়েটিকে রাজসিংহাসনে বসতে দেওয়া।

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি এ বিয়ে স্বর্গে নির্ধারিত হয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধতা করা মানে স্বর্গীয় অভিশাপের সম্মুখীন হওয়া, সুতরাং এবিয়ে যাতে কোন দুঃখ কষ্টের কারণ না হয় সে বিষয়ে আমি আপনাকে যথা সাধ্য সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করব। এজন্য আমি একটি পৃথক বাড়ী তৈরী করব এবং আমি আমার কর্ত্তব্য যথা সাধ্য পালন করে যাব। কোন বিষয়েরই আমি কমতি করব না। খোদা তাঁর আশীর্বাদ বর্ষাবেন, খোদাতায়ালা আমাকে যেরূপ জ্ঞাত করায়েছেন, আমিও আপনাকে সেরূপ জ্ঞাত করলাম। প্রার্থনা করি খোদাতালা যেন আপনাকে এ কল্যাণময় প্রস্তাবে রাজী করান। আপনি হয়ত জ্ঞাত আছেন যে আমার উপর অহি নাজেল হওয়া সম্বন্ধে আমি সারা জগৎময় ঘোষণা করেছি এবং আমার দাবীর সমর্থনে ৩০ হাজার বিজ্ঞাপন ছড়িয়েছি। তাছাড়া বিভিন্ন দেশে ৫০০ রেজিষ্ট্রি করা চিঠিও পাঠিয়েছি। কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজনগণ আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা আমাকে ঠক এবং ধূর্ত মনে করে। খোদাতালার ইচ্ছা আমার কাজ তাদের কাছেও প্রকাশ করা।

এ চিঠিটা আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে লেখলাম। আমি আপনাদের আন্তরিক শুভাকাঙ্খী। আমার কোন বাক্য কর্কশ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন; কারণ আমি শুধু আমার প্রভুর বার্তা বাহক এবং আপনাদের একজন আন্তরিক বন্ধু। শান্তি বর্ষিত হউক।

গোলাম আহমদ

দ্রষ্টব্য :—এ চিঠির বিষয় অপরিচিত কেও যেন জানতে না পারে। এ চিঠির মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। খোদাতালার আদেশে এ চিঠি লেখা হয়েছে এবং খোদাতালা ছাড়া আর কেউ জানে না, ভবিষ্যত বাণীরূপে এমন অনেক কথা লেখা রয়েছে। সুতরাং ইহা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। আপনার উচিত এ স্বর্গীয় নিদর্শন বাকসের মধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত করা। মনে এ সন্তুষ্টি নিয়ে ইহা আপনাকে রেজেষ্ট্রি করে পাঠাচ্ছি যে খোদাতালার নির্দেশ আপনার কাছে পৌছেদিলাম। নির্দেশিত পথে যারা চলে তাদের জন্য খোদাতালার শান্তি বর্ষিত হউক

জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন উপলক্ষে

স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লার বক্তৃতা

মোঃ ছিদ্দিক আলী, এম-এ,

নাৎসী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ে পাকিস্তানী সেনারা যেরূপ একটি বিশিষ্ট ও গৌরবময় রেকর্ড সৃষ্টি করে জাপানের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ জয়েও তারা তেমনি একটি গৌরবময় এবং বিশিষ্ট রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। প্রায় চার বৎসর পর্য্যন্ত জাপানীদের আক্রমণের স্রোত এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আগুন আর তরবারির খেলা বয়ে নিয়ে আসে। অবশেষে সে স্রোত যখন স্তব্দ হয়ে উল্টা দিকে বইতে থাকে, তখন ইহার পশ্চাত ভাগে বিধ্বস্ত ও লুন্ঠিত ভূমি এবং দুঃখ দুর্দ্দশার ভারে পিষ্ট নিপীড়িত লোকদের রেখে যায়। সবচেয়ে বেশী যেটা এদের সইতে হয়, সেটা হচ্ছে মর্য্যাদার উপর অবমাননার আঘাত।

অবশেষে শেষ পর্য্যায়টা যখন আসে তখন সেটা অত্যন্ত দ্রুত এবং আকস্মিক ভাবে পরিণতির দিকে আগাতে থাকে। জাপানীদের দখলের সময়কার দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতা এখনও মন থেকে মুছে যায়নি—স্বপ্নের ঘোরে এখনও সে সব বিভীষিকা দেখে আমরা শিহরিয়া উঠি। যারা বেচে রয়েছে তাদেরত এদশা। তারা হয়ত এসব ভুলে যেতে, এমন কি ক্ষমা পর্য্যন্ত করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু নিষ্ঠুরতার চাপে যারা মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের কি হবে? তাদের কথা ভুলে যাওয়া এবং তাদের হয়ে ক্ষমা করাটা অধিকতর কষ্ট সাধ্য।

এশিয়া, আফ্রিকা ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে আমরা এখানে এসে মিলিত হয়েছি জাপানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার জন্য। 'শান্তিই উত্তম' (কোরাণ)। ইহা সে মলম যা রোগ আরোগ্য করে, ইহা রেশমের সে রজ্জু যা যুদ্ধবিগ্রহ যাদের পৃথক করে দিয়েছে তাদের একত্রিত করে। ইহা একটি আশীর্বাদ বহন করে আনে। আমরা কালিফোর্নিয়া রাজ্যের অন্তর্গত সানফ্রান্ সিস্কো নগরে জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য মিলিত হয়ে ঠিকই করেছি! কারণ প্রধানতঃ এ উপকূল বিশেষ করে এনগরী থেকেই সাগর এবং আকাশ যুদ্ধের সাজ সরণজাম পাঠান হয় এবং এর ফলেই জাপানীরা অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং ইহা উচিত এবং ঠিকই হয়েছে যে সে প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তির চূড়ান্ত দৃশ্য এ নগরীতেই সমাপ্ত হবে।

বিজয় এসেছে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করার পর তার পরে শান্তিচুক্তি তৈরী করতেও যথেষ্ট সময় নেওয়া হয়েছে। এখন এ শান্তিচুক্তি প্রনয়ণে আমরা কোন ভাবের দ্বারা অনুপ্রানিত হব? ছয় বৎসর পূর্বে এ সানফ্রানসিসকো নগরে সম্মিলিত জাতি পুনজের লোকেরা কতগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা একত্রিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে মানব অধিকারের মৌলিক সর্তে বিশ্বাস, মানুষের মর্য্যাদা এবং মূল্য, নারী পুরুষ এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্র সমূহের সমান অধিকার এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যার ফলে সন্ধিপত্র এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ন্যায়পরায়নতা এবং সম্মান দেখান সম্ভব হয়, সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন মুক্ত আব হাওয়ায় জীবনের মানের উন্নয়ন এবং সে উদ্দেশ্যে সহিষ্ণুতা শিক্ষা করা, সকলে মিলে শান্তিতে সৎ প্রতিবেশী রূপে বসবাস করা এবং পস্পরের শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য সকলের শক্তি একত্রিত করা অন্যতম। জাপানের সঙ্গে এখন যখন শান্তি স্থাপনের সময় এসেছে তখন মিত্রশক্তি বর্গকে তাদের এতদিনকার ঘোষণা কার্য্যে পরিণত করে দেখাতে হবে। জনাব সভাপতি সাহেব, ইহা সত্যই ঠিক হয়েছে যে সে ঘোষণা কেমন করে শত্রুর প্রতি কার্য্যে পরিণত করা হচ্ছে, তার সাক্ষী হবে এ সান ফ্রানসিসকো নগরী।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সকলে সে প্রেরণাময় মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে মিলিত হই নাই। একটি মহা জাতি। যে ক্ষমতালোভী অত্যাচারী জাপানের হাতে সব চেয়ে বেশী অত্যাচার সহ্য করেছে, সে আজ এখানে উপস্থিত নাই। উপস্থিত না থাকার কারণ, মিত্রশক্তি বর্গের মধ্যে সে জাতির প্রতিনিধিত্বের অধিকার নিয়ে মত বিরোধ। আমাদের মতে প্রতিনিধিত্ব, করার অধিকার নিয়ে সন্দেহ

করার আর কিছুই নাই! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা যে দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি দেখিতেছি, অনেকে সে দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি দেখিতেছে না। তারা যেমন তাদের মত আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না, আমরাও তেমনি আমাদের মত তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। সুতরাং এ সম্মিলনটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে!

আমাদের দুজন প্রতিবেশী ভারত এবং বরমার অনুপস্থিতিতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তাদের অনুপস্থিতি স্বেচ্ছা প্রণোদিত। তারা ইচ্ছা করেই এ সম্মিলনে যোগ দেয়নি। তারা যা বলছে তা যদি তাদের অনুপস্থিতির কারণ হয়, তা'হলে সেটা আমরা সমর্থন করতে পারি না। ইহা উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষের অনুপস্থিতির কারণ ও বরমার কারণ ঠিক তার উল্টা। ভারতবর্ষের মতে জাপানের দিক থেকে বিবেচনায় এ সন্ধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; কিন্তু বরমার মতে এ সন্ধি অতি মাত্রায় উদার। যাহা হউক, উপস্থিত এসিয়ার রাজ্যগুলির মধ্যে তাদের অনুপস্থিতি বাস্তবিকই অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে একথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, এখানে উপস্থিত মিত্ররাজ্য গুলির মধ্যে এসিয়ার রাজ্যগুলির এক চতুর্থাংশের অধিক।

জনাব সভাপতি সাহেব, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে মানবজাতির ইতিহাস যুদ্ধ বিগ্রহে একেবারে ভরপুর। মানুষের উন্নতি, জ্ঞান, বিদ্যা, কলা বিজ্ঞান এবং শিল্প একে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

যুদ্ধের পরে এসেছে যুদ্ধ বিরতি কিংবা শান্তি চুক্তি। বিজেতারাই সাধারণতঃ এ যুদ্ধ বিরতি কিংবা শান্তি চুক্তির সর্ত নির্ধারিত করেছে। এ সমস্ত যুদ্ধ বিরতি কিংবা শান্তি চুক্তিতে বিজেতারা বিজিতের উপর সাধারণতঃ যে সমস্ত সর্ত আরোপিত করে থাকে, তার একটি গৌরবময় এবং উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হল ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী মক্কার শান্তিচুক্তি। এ সন্ধি ছাড়া ইতিহাসে খুব কম দৃষ্টান্তই মিলে যেখানে বিজেতারা পরাজিত শত্রুর প্রতি আচার ব্যবহারে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে। এ সন্ধি নিষ্পন্ন হওয়ার পরে তেরশত বৎসর পার হয়ে গেছে; কিন্তু তবু শিক্ষা এবং উজ্জ্বল্য আজ পর্যন্ত ইহা একটু ম্লান হয়নি।

ক্লেশদায়ক দীর্ঘ তের বৎসর ধরে ইসলামের নবী এবং তাঁর ভক্ত ক্ষুদ্র একদল অনুসরণকারী অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে মক্কাবাসীদের তীব্র নির্যাতন সহ্য করেন। উপবাস, বেত্রাঘাত, দুটি বিপরীতগামী উষ্ট্রের পায়ে বেধে মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা, বিদ্রূপ, অবমাননা, লাঞ্ছনা, সব রকমের অত্যাচারই তাদিগকে ভোগ করতে হয়। অত্যাচারে এরূপে জর্জরিত হয়ে এ ক্ষুদ্র অথচ ক্রমবর্দ্ধমান অনুচর বৃন্দের দল মক্কার গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে মদিনায় এসে আশ্রয়প্রার্থী হন। এখানেও তাঁরা শান্তিতে বাস করতে পারেন নি। প্রায় সাত বৎসর ধরে মক্কাবাসিরা সুসজ্জিত সেনাবাহিনী নিয়ে অর্তভুক্ত, অর্ধপরিহিত এবং অস্ত্রবিহীন মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। এসব আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানরা যাতে খোদাতালার উপর বিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে প্রার্থনা বন্ধ করে দেয়। স্বাধীনভাবে শান্তিতে খোদাতালার প্রার্থনা করার জন্য মুসলমানরা যতগুলি সন্ধি করেন তাদের একটিও কোন কাজে আসে নাই। মক্কাবাসীরা যখনই মনে করেছে যে মুসলমানরা তাদের কোন শাস্তি দিতে পারবে না, তখনই তারা এ সমস্ত সন্ধিপত্র অস্বীকার করে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

কুড়ি বৎসর ধরে এ সমস্ত পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করার পর ইসলামের নবী একটিও যুদ্ধ এবং এক বিন্দু রক্তপাত না করে, দশ সহস্র বিশ্বাসী অনুচর সহ মক্কার নিকটবর্তী ফারানের ভূমিতে এসে যখন উপস্থিত হন, তখন মক্কাবাসিরা নির্যাতনের ভয় এবং ভাবনায় একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। নবী করিমে (ছাঃ) র আহ্বানে আহূত সর্দারগণ স্বীকার করে যে তাদের এবং তাদের লোকজনদের উপর যে কোন শাস্তির ব্যবস্থাই করা হউক না কেন, তাদের দীর্ঘ অ্যাচারের তুলনায় তা নেওয়াতেই লঘু হবে। তবে তারা আশা করে যে তাঁঃ হজরত তাদের সহিত সদয় ব্যবহার করবেন। সদয় ব্যবহারের কথা ভেবে যদিও তারা ভগ্নমনে উৎসাহ আনার চেষ্টা করতেছিল, কিন্তু বেদনা মিশ্রিত করুন সুরে তিনি ধীরে ধীরে যে উত্তর করলেন, তা তারা স্বপ্নেও আশা করতে পারেনি। তাঁর কথা শুনে মনে হতেছিল, তিনি যেন তখনই তাদের বেদনা দূর করে তাদের মনের ভার লাঘব করে দিবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। সুললিত স্বরে তিনি বললেন, "তোমাদের উপর কোন প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা আমার নাই। তোমরা মুক্ত এবং স্বাধীন ভাবে যেতে পার। খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাদিগকে ক্ষমা করেন." বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য ডজন খানেক লোকের উপর শাস্তির বিধান ঘোষনা করা হয়। কিন্তু তাও আবার শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

মুসলমানরা যখন বিজয়ীর বেশে মক্কা নগরে প্রবেশ করতে ছিলেন বিজেতা এবং বিজিত উভয়ের চক্ষু দিয়েই তখন অশ্রু গড়ায়ে পড়তেছিল। একদল মুসলমান যুদ্ধার একজন অধিনায়ক তখন আনন্দ ধ্বনি করার লোভ সামলাতে পারে নাই। কিন্তু মক্কাবাসিরা ইহাতে অবমানিত মনে করে। নবী করিম (ছাঃ) অবমাননাকারী মুসলমান সেনাপতিকে অবিলম্বে তার পদ থেকে অপসারিত করেন। মক্কার বিজয় এবং শান্তি ছিল এরূপ। উদারতার এর চেয়ে বড় উদাহরণ ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায়না। ঐ শান্তি চুক্তি নিজেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে। নবী করিম (ছাঃ) নিজেও শিখেছেন আমরাও শিখেছি, "ভাল দিয়ে মন্দ দূর কর, তাহলে দেখতে পাবে যার সঙ্গে তোমার শত্রুতা ছিল সে তোমার জীবনের একজন পরম বন্ধু হয়ে দাড়িয়েছে।" (কোরাণ)

মক্কার শান্তিচুক্তি কুড়ি বৎসরের পরম শত্রুকে চিরদিনের পরম বন্ধু এবং ভ্রাতৃরূপ পরিণত করে, যেদিন থেকে শৌর্য্য এবং রেনেসার যে যুগ-পত্তন হয়, তার কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি মক্কার এ শান্তি চুক্তির ভিতর দিয়ে নিজেদের প্রতিভাকে কাজে লাগাতে এবং পূর্ণ বিকশিত করতে সমর্থ হন। এ সন্ধির মহিমায় বহু

বিস্তির্ণ স্থান জুড়ে শত শত বর্ষ ব্যাপি মানুষের জীবন সুখ সম্পদ ও মর্য্যাদায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

আমরা আজকাল অন্য রকমের শান্তির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি সে শান্তিতে বিজয়ী দল কি করে বিজিতের মাল লুঠবে, কি করে তার অস্ত্র শস্ত্র কেড়ে নিবে সে নিয়ে একমত হচ্ছে, আর গোল বাধাচ্ছে লুঠের মালের অংশ নিয়ে। সে রকম শান্তি থেকে কি করে দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি হচ্ছে সে সম্বন্ধেও আমরা ভুক্তভোগী। ভাল ভাল উদাহরণ-গুলি থেকে শিক্ষা লাভ না করে অবশেষে আমরা তিক্ত ও বেদনাময় উদাহরণগুলি থেকে শিক্ষা লাভ করতে আরম্ভ করেছি।

(একটি নূতন স্পৃহা আজকাল আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করেছে। ইহা এখনও লজ্জাশীল এবং ভীত এবং মনে হচ্ছে এত বড় গুরুভার সইতে পারবে না। এ নূতন স্পৃহাকে বাচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।)

কোন ধরণের সন্ধি সম্পাদন এবং স্বাক্ষর করতে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি? বলা হচ্ছে না যে সন্ধি পত্রটি নিখুত—সম্পূর্ণ নিখুত কোন জিনিসই তৈরী করা সম্ভব নয় তবে বলা যেতে পারে যে সন্ধিটি বেশ ভাল। নূতন চেতনা অনুসারে এচুক্তি যে শান্তি আনার চেষ্টা করছে তা ন্যায় এবং সমঝোতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত—প্রতিশোধ এবং অত্যাচারের উপর ভিত্তি করে ইহা প্রতিষ্ঠিত নয়। এ শান্তি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কারণ বিজিতের অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রভুত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ইচ্ছা করলেই এখন সে আর যুদ্ধে নামতে পারবে না এবং ন্যায়ের ধোয়া দিয়ে আক্রমনাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে পারবে না। আর যদি এরূপ করে তাহলে নিজের উদ্দেশ্য কেই ব্যর্থ করে দিবে। এশান্তি হচ্ছে পুনঃ সখ্য স্থাপনের শান্তি।

এ সন্ধি জাপানকে স্বাধীন ভাবে উন্নতি করতে নিজের অর্থ-নৈতিক, নাগরিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে লালন পালন করতে এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসারে ইচ্ছানুযায়ী নিজের সুখ সুবিধা বাড়াতে পূর্ণসুযোগ দিচ্ছে। এখানে কোন লুঠের মাল নাই এবং লুঠের মাল নিয়ে কোন দনধও নাই। সন্ধির প্রাণশক্তি নিয়ে যারা ঐক্য মতে আছে তাদের মধ্যে যা মত বিরোধ চলছে, তা হচ্ছে সন্ধির নীতি এবং উদ্দেশ্য ব্যর্থ না করে কি করে কতদূর ক্ষতি পূরণ আদায় করা সম্ভব এবং তার উপর কতদূর জোর দেওয়া উচিত সেটা নিয়ে।

অনেক দোষত্রুটি থাকা সত্বেও ইহা যে একটি ভাল সন্ধি একথা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের বিবেচনায় ইহার মধ্যে আর একটি যুদ্ধের বীজ লুক্কায়িত আর নাই। এ সন্ধি সত্যই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে আমরা এ আশা ও বিশ্বাসে ইহা সমর্থন করতে প্রস্তুত যে ভবিষ্যতে ইহার ফলদ্বারা নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু যেহেতু ইহা একটি চুক্তি এবং কতকগুলি নীতির ঘোষণা বই আর কিছুই নয়, সে জন্য ইহা বিশ্বাসের কতকগুলি বিধি রচনা করে মাত্র; কিন্তু এসব আবশ্যকীয় বিধি।

জাপান যা আশা করেছিল তার চেয়ে বেশী সুবিধা এ চুক্তিতে দেওয়া হচ্ছে। এ সন্ধি জাপানের জন্য দ্বার খুলে দিচ্ছে যে দ্বারের ভিতর প্রবেশ করলে সে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিজের জন্য সম্মানের এবং নিজের লোকদের জন্য উন্নতির স্থান বেছে নিতে পারবে। গত কয়েক শতাব্দী থেকে পূর্বে আর পশ্চিমের যেরূপ সম্বন্ধে চলে আসছে তার ব্যতিক্রমের সাক্ষী স্বরূপ এ সন্ধি বিদ্যমান হয়ে থাকবে। আনন্দ দায়ক পূর্ণতার অগ্রদূতরূপে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই।

জনাব সভাপতি সাহেব, যদি ইহা মঙ্গল জনক সন্ধি হয়ে থাকে তাহলে এ মঙ্গল শুধু জাপানের একার প্রাপ্য নয়—জাপানের এবং আমাদের উভয়েরই পাপ্য। যদি আমরা উদার মন নিয়ে সন্ধি করি তাহলে আমাদের এ উদারতা জাপানের ভাবী বংশধরগণের প্রতিও দেখান হয়। এ সন্ধিতে যদি বদান্যতার লেশমাত্র থাকে তাহলে তা জাপানকে যেমন আমাদের সকলকে তেমনি স্পর্শ করে; তবে দেখতে হবে আমাদের সকলকে স্পর্শ করার মত ইহা যেন যথেষ্ট পর্য্যাপ্ত হয়। এত গেল জাপান আর সন্ধি সম্বন্ধে। জাপান তরবারি নিয়ে খেলা করেছে, সে বহু দেশ ধ্বংস করেছে এবং বহুদেশে নিদারুন দুঃখ দুর্দশা নিয়ে এসেছে। এখন শীঘ্রই সে স্বাধীন হবে। আশা করা যায় যে এবার সে আর মানবজাতির দুঃখ দুর্দশার কারণ হবে না বরং এবার সে নিজকে পরোপকারে এবং নিজের এবং সমস্ত মানব জাতির মধ্যে কল্যাণ আনয়েনের কার্যে নিয়োজিত করবে।

আর একটু বলেই আমি শেষ করছি। জাপান সম্বন্ধেই এতক্ষণ আমি বললাম; কিন্তু যারা এখনও স্বাধীনতা পায়নি, যারা স্বাধীনতার জন্য গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে—যারা কখনও কোন যুদ্ধ করেনি, কারো উপর কোন আক্রমণ চালায়নি, যাদের স্বাধীনতা নিছক জোর বারির বলে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, যাদিগকে ছলনা করে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে? মিঃ ডন ফষ্টার ডুলেসের কথায় সত্যই আমরা আনন্দিত এবং উল্লেসিত হয়েছি। তিনি বলেছেন: "বিদেশী শাসন যত মহতই হউক না কেন, তাতে শাসিতের মধ্যে মর্য্যাদা বোধ জেগে উঠতে পারে না। দুনিয়াতে যাদের নিজেদের কোন অধিকার নাই। যারা পরের দয়ার উপর নির্ভর করে বেচে আছে, যারা টু শব্দটি না করে পরের অত্যাচার সহ্য করছে, তাদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ কখনো জাগতে পারে না। যাদের প্রতি স্বাধীনতা অস্বীকার করার মত অবিচার করা হয়, ন্যায়ের প্রতি সম্মান তাদিগকে কখনো উত্তেজিতে করতে পারে না। সহচরত্ব যাদের অস্বীকার করা হয়েছে সহচরত্ব কখনো তাদের রীতি হতে পারে না।" এসব মহৎ এবং সত্য কথাই বটে। পৃথিবীর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এসব কথার প্রতি ধ্বনি উঠবে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলে এখন পর্য্যন্ত যারা আবদ্ধ তাদের চার্টার (সনদ) বলে এসব কথার উচ্চ প্রশংসা হবে। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, পরাধীনতার এসব শৃঙ্খল কখন কর্তন করা হবে এবং এসিয়া ও আফ্রিকার এসব ভ্রাতৃবৃন্দ কখন মুক্ত হয়ে মানবের মৌলিক অধিকার ও মর্য্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারবে? কোটি কোটি লোক আজ গভীর আগ্রহে এ প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষা করছে। হতাশায় অন্তর নিরাশ হয়ে দিকে দিকে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা আরম্ভ করে দিবার পূর্বেই আশা করি এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। 'পাক্ষীক আহমদীর' নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন।]

Printed at the Muslim Printing Works. and Published by Mvi. Abdul Jabbar Bhuiya
from 4 Bakshi Bazar Road,, Dacca, Editor, G. S. Khadim, B. L.